জীবনের ভাঁজে ভাঁজে

এনামুল হক ইবনে ইউসুফ

হসন্ত
প্রকাশন

ভূমিকা

মানুষের জীবনটা কতগুলো মুহূর্তের যোগফল। ঠিক যেন তসবিহ দানার মতো একের সাথে অন্যের সুদৃঢ় মেলবন্ধন। একটি তসবিহ মালায় যেমন সহস্র দানা থাকে, জীবন নামক মুহূর্তের মালাতেও তেমনই অসংখ্য অগণিত মুহূর্তের দানা থাকে। মানুষের জীবনটা অনেকটা লুপের মতো, বৃত্তও বলা চলে। একটা বৃত্ত যেমন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত ব্যাসের দূরত্ব নিয়ে ঘুরতে থাকে, জীবনও ঠিক তেমনই নিয়তির অদৃশ্য কেন্দ্রে অনবরত ঘুরছে। কেন্দ্র থেকে যার দূরত্ব স্রেফ জীবন থেকে মৃত্যু সমান।

ক্ষুদ্র এই জীবনে প্রতি মুহূর্তেই অনুভূতির সাগরে পরিবর্তনের জোয়ার-ভাটা আসে। বাস্তবতার প্রবল ঝরে উত্তাল সমুদ্রের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ায় বিপদের ঢেউ। সবরের লাগাম টেনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখতে পাওয়া যায়, ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে তীরে। মাঝ সাগরে যে ঢেউ নাবিকের মনে ভীতির সঞ্চার করে, তীরে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যটকদের চোখে সেই একই ঢেউ হয়ে ওঠে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী।

এভাবেই মানুষ তার একজীবনে প্রতি মুহূর্তে একের পর এক অনুভূতির চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। অদৃশ্য লুপের মাঝে ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় অদৃশ্যের মাঝে হারিয়ে যায়। রেখে যায় কিছু মন খারাপ। কিছু সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আর পাওয়া না-পাওয়ার হরেক রঙের অনুভূতি। একজীবনে কুড়িয়ে পাওয়া সে রকমই কিছু টুকরো অনুভূতি দিয়ে সাজানো হয়েছে 'জীবনের ভাঁজে ভাঁজে।'

একজন মানুষ হিসেবে মানবীয় সীমাবদ্ধতার বাইরে যেহেতু আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চাই, এই বইয়ে সামগ্রিক কোনো কল্যাণ যদি নিহিত থেকে থাকে, তবে তার একমাত্র দাবিদার আমার রব আজজা ওয়া জাল্লাহু শানুহু। তিনি চেয়েছেন বলেই অধম পরপর কয়েকটি বইয়ের কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবিব হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

সূচীপত্র

অমাবস্যা : ১২
সমীকরণ : ১২
বিজয়ের ধ্বনি : ১৩
পথের দাবি : ১৩
সংশয় : ১৪
ললাট লিখন : ১৪
স্মৃতির উঠোন : ১৪
আলো-আঁধারের মায়া : ১৫
লুকোচুরি : ১৫
একটি মৃত্যু ও অনান্য : ১৫
Your Time's Up : ১৬
আমার একটা ভালো চাকরি : ১৬
দূরত্বের পরিধি : ১৬
নগ্ন পা : ১৭
একটি শূন্য পকেট : ১৭
অলৌকিক : ১৭
অবক্ষয় : ১৭
ডাবল স্ট্যান্ডার্ড : ১৭
সুখ+দুখ=জীবন : ১৮
ভালোবাসা : ১৮
দরদাম : ১৯
জীবন এভাবেই সুন্দর : ১৯
বায়না : ১৯
অনুভূতি—সে বড্ড আশ্চর্য জিনিস : ১৯
অন্ধকার : ১৯
একটি ফিরে আসার গল্প : ২০
ভয়ানক সত্য : ২০
চির অধরা : ২০
অপেক্ষা : ২১
ওপারেতে সর্বসুখ : ২১
আমি আছি, আমি থাকব : ২১
অভিমান : ২২
সে গল্প আমি বলব কাকে? : ২২
একটিবার কি হবে দেখা? : ২২
ক্ষণস্থায়ী : ২৩
ইন্তেজার : ২৩
একান্ত ব্যক্তিগত : ২৩
অসংগতি : ২৩
সন্ধ্যা তারা : ২৪
জীবনের ভার : ২৪
তৃষ্ণা : ২৪
আমরা কল্পনাতেই বেশি সুন্দর : ২৫
পারফেকশান : ২৫
অসুখ : ২৫
আপসাইড ডাউন : ২৬
বলুন তো! : ২৬
স্বপ্ন : ২৭
জীবন : ২৭
এপিটাফ : ২৭
কাল্পনিক : ২৮
ইউটার্ন : ২৮
দাগ : ২৮
সবর : ২৮
আমিহীন পৃথিবী : ২৯
বিশ্বাস : ২৯
সিজদাহ : ৩০
শূন্যতা : ৩০
এক আদিম নিস্তব্ধতা : ৩০

সত্যিকারের প্রিয়জন : ৩১
তৃষ্ণার্ত চাতক : ৩১
জলছবি : ৩১
কাফন : ৩২
খামখেয়ালিপনা : ৩২
নিঃসঙ্গ : ৩২
সমর্পণ : ৩২
যে উম্মাহ আজ ঘুমিয়ে আছে : ৩৩
আত্মপক্ষ সমর্থন : ৩৩
তুমি ফিরবে বলে : ৩৪
জীবন যেন এক বয়ে চলা নদী : ৩৪
মোনাজাত : ৩৫
আমি কি চিনেছি আমাকে? : ৩৫
ঘোর : ৩৫
দোয়া : যে ভাষা বান্দা ও রবের : ৩৬
দোয়া : যে ভাষা বান্দা ও রবের ২ : ৩৬
কত পথ যে এখনো বাকি : ৩৭
ভালোবাসি : ৩৭
স্রেফ এমন একজন চাই : ৩৭
প্রিয়তমা : ৩৮
আত্মপোলব্ধি : ৩৮
In a relationship : ৩৮
সব বোরকায় দ্বীন থাকে না : ৩৯
আলেয়া : ৩৯
ধূসর গোধূলি : ৪০
তুমিময় : ৪০
দূরত্ব : ৪০
তুমিহীন নিস্তব্ধতা : ৪০
স্মৃতিতে একদিন ধুলো জমে যাবে : ৪১
জীবনের রকমফের : ৪২
দীর্ঘশ্বাস : ৪২
রাসুলের সাথে একদিন : ৪৩
শেষ রাতের নিবেদন : ৪৪
জীবন : ৪৪
পরগাছা : ৪৪
কী, কেন, কীভাবে? : ৪৫
ছায়াবৃক্ষ : ৪৬
সন্ধ্যে নামল : ৪৬
স্বার্থপর : ৪৬
তুমিও ভাবো : ৪৭
জীবনের গল্প : ৪৭
কী আশ্চর্য : ৪৮
বোকা মানুষ : ৪৮
ঐকতান : ৪৯
কিন্তু কেন? : ৪৯
এটা কি আত্মহত্যা না কি খুন? : ৫০
একটা জীবন যদি এভাবেই কেটে যেত! : ৫০
ফুলস্টপ : ৫১
অশ্রু : ভাষাহীন ভাষা : ৫১
কী অদ্ভুত! : ৫১
স্মৃতির হেয়ালি : ৫২
বোকা বান্দা : ৫৩
সুখী হতে চাও যদি : ৫৩
তুমি আমার : ৫৪
কলঙ্ক : ৫৪
নেশাগ্রস্ত : ৫৪
সে আসুক ... সে আসুক : ৫৫
রিভেঞ্জ অব ন্যাচার : ৫৫
আমাদের আর দেখা হবে না : ৫৬
রিজিক নিয়ে ভাবনা : ৫৬
Life is Beautiful : ৫৭
পৌনঃপুনিকতা : ৫৮
একটু তো হাসো : ৫৮
কুল্লু নাফসিন জা-ইকাতুল মাউত : ৫৯
সৌন্দর্য : ৫৯
সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ : ৬০
ভাবনার অন্তর্জাল : ৬১

অসম্পূর্ণা : ৬২
তাই না? : ৬৪
চলুন খুঁজে দেখি : ৬৪
সবরের লাগাম : ৬৪
স্রষ্টায় বিশ্বাস—ব্যাপারটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং, তাই না? : ৬৫
দ্বীন : ৬৬
Life is too short : ৬৬
জীবনও যে রঙ বদলায় : ৬৮
পরিশ্রান্ত : ৬৮
বাঁধন : ৬৯
ভরসা রাখুন আপনার রবের ওপর : ৬৯
একজন থাকুক : ৭১
প্রযুক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব : ৭১
আত্মপরিচয়ের সংকটে ০১ : ৭৩
আত্মপরিচয়ের সংকটে ০২ : ৭৩
আত্মপরিচয়ের সংকটে ০৩ : ৭৩
বিশ্বাস-অবিশ্বাস : ৭৪
গোপন রহস্য : ৭৪
আমার কেন্দ্রবিন্দু : ৭৪
ব্যবধান : ৭৫
সভ্যতার কান্ডারি : ৭৫
আমি যারে খুঁজে বেড়াই : আল্লাহ তাআলা : ৭৬
Allah is our only hope : ৭৯
হেদায়েত : ৭৯
আমি হেদায়েত বলছি! : ৭৯
যদি আল্লাহকে ভুলে যাই? : ৭৯

অমাবস্যা

দেয়ালের অন্ধ আয়নায় নিয়ম করে রোজ একবার নিজেকে দেখতে চাওয়া বালিকার চোখে আজ আর কাজল আঁকে না। মাধবীলতার মতো উদ্দাম চুলের গোছায় হাসে না আর সন্ধ্যের হাসনুহেনা। জোড়া ভ্রুর মাঝপথে আজ আর আলেয়ার ভ্রম জাগায় না লাল টুকটুকে একফালি টিপ। জোছনার আলোয় উজ্জ্বল হয় না মায়াবী মুখচ্ছবি। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে জীবনের পটে পটে নিয়তি আজ যে ব্যবধান লিখে দিয়েছেন, তার নাম বয়স!

মোলায়েম চামড়ার ওপর অঙ্কিত সরু বলিরেখাগুলো পঞ্চাশ সংখ্যার ওপার থেকে জানান দেয়—যৌবন আজ ফুরিয়ে গেছে। ভাটা পড়েছে লাবণ্য আর উদ্দামে। নাটকীয় এই নাট্যমঞ্চে দুনিয়া কাউকেই চিরকাল রাজত্ব বেছাতে দেয়নি।

আনমনে এসব নিয়ে যখন ভাবতে বসি, দখিনের খোলা জানালায় উঁকি দেওয়া ত্রয়োদশীর ভাঙা চাঁদটা যেন শ্লেষের হাসি হেসে বলে, একদিন তোমারও পালা চুকবে হে যুবক! টগবগিয়ে ফুটতে থাকা তারুণ্যের রক্তপিণ্ডে একদিন বার্ধক্যের ঘোর অমাবস্যা নামবে।

সমীকরণ

সূর্য যখন অস্ত যায়, তখনই মাথার ওপর ধীরে ধীরে চাঁদ জেগে ওঠে। এটাই জাগতিক নিয়ম। একজনকে জাগতে হলে অপরজনকে ডুবতে হয়। ডোবাতেও হয়। সুখ পেতে গেলে দুঃখের সাথে আগে পথ চলতে হয়। সবর করতে পারলেই কেবলমাত্র সফলতার স্বাদ আস্বাদন সম্ভব হয়।

তবুও কখনো কখনো মন চাতালে অবিশ্বাসের খরা নামে। ফেটে চৌচির হয়ে যায় হৃদয়ের উঠোন। বাস্তবতার খা খা রোদে খিড়কি দরজা ভেজিয়ে অন্দরে ঘুমিয়ে থাকা পরাণ পাখিটা হঠাৎ হঠাৎ বাধানিষেধ উপেক্ষা করে ছুটে যেতে চায় অনাদি অনন্তের পথে। যেখানে সংসার নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জরা নেই, নেই স্নেহমাখা দুটো চোখ—যা উপেক্ষা করা অসম্ভব।

জীবন নামের অংকটা অদ্ভুত এক সমীকরণ; কারও এক পৃষ্ঠাতেই মেলে তো কারও আবার পাতার পর পাতা ফুরোয়, কালি ফুরোয়, অথচ সমীকরণ আর মেলে না

বিজয়ের ধ্বনি

পৃথিবী অনেক বদলে গেছে প্রিয়!

যেখানে যাও, যেদিকেই চাও—ফেতনার এই মহাসমাবেশে না চাইতেও তোমাকে গা ভাসাতে হচ্ছে।

অধৈর্য হয়ো না, ভীত হয়ো না, সিদ্ধান্তহীনতায় ডুবে যেয়ো; নিশ্চয় তোমার জন্য দুনিয়ার এই সামসময়িক বিষয়গুলো কেবল আর কেবলই ধৈর্যের পরীক্ষামাত্র।

অভাব তোমাকে পরীক্ষার জন্য আসবে, সিদ্ধান্তহীনতা তোমার বাহাদুরির খবর নিতে আসবে, প্রিয়জন ছেড়ে চলে যাবে, তবুও তুমি বদলে যাবে না একটুও। নড়বে না তোমার স্বস্থান থেকে।

দেখো, আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো—কী সুন্দর সাদা সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যায় ওই। তোমার দুঃখগুলো, অস্থিরতাগুলো কি ওদের থেকেও ভারী? অধিক চঞ্চলা? হোক না। হোক না একটু, তাতে কী? তুমি তো মেঘ নও, তুমি আকাশ। যার বুকে ভেসে চলে দুঃখের সারি। তুমি তো নির্মল স্নিগ্ধ বাতাস, যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় অমানিশা মনখারাপের।

তুমি তো সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক। তুমি ইনসান, যাকে মহামহিম রব দিয়েছেন ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণের ক্ষমতা। তুমি তো সেই মানুষ, যার জন্য রব গোটা জাহানকে বানিয়েছেন নিদর্শন-স্বরূপ।

অতএব, তুমি মুখ ফেরাবে না। তুমি তো বদর সেনাদের অনুসারী, তুমি তো অকুতোভয় দুঃসাহসীদের সন্তান। তুমি তো শ্রেষ্ঠ নবির শ্রেষ্ঠ উম্মত।

তবে ভয় কীসের? চলো না সামনে এগিয়ে যাই। বিজয়ের ধ্বনি কি শুনতে পাও না তুমি?

পথের দাবি

পথ পথিকের হৃদয়কে প্রসস্ত করে। বাস্তবতাকে বিশ্বাসে আর বিশ্বাসকে কর্মের দ্বারা সাফল্যে বদলে দিতে পারে। সুতরাং পথে থামুন।

যে উম্মাহ আজ ঘুমিয়ে আছে

দুনিয়ার যেকোনো ঘটনা যদি আমরা বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করি, তাহলে কত মামুলি ঘটনাও আমাদের কাছে রহস্যময় হয়ে দেখা দেয়; অথচ আমরা তো বুদ্ধির চোখ দুটিকে ভোগবাদী জীবনের গভীর নিদ্রায় ডুবিয়ে রেখেছি, তাই আমাদের চোখ সবুজকে কেবল সবুজই দেখে। সূর্যকে উতপ্ত চুল্লি। চন্দ্রকে স্রেফ আলোকবর্তিকা জ্ঞান করে।

আমরা ঘুমিয়ে আছি। আমাদের প্রজন্ম, আমাদের ভবিষ্যৎ ঘুমিয়ে আছে। সেজন্য আজকাল আর সালাহউদ্দিন আইউবি, তারিক বিন জিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, ফাতিহ-এর মতো সূর্যসন্তানরা আমাদের চোখের প্রশান্তি জোগাতে পারে না। আমাদের মায়েরা প্রসব করতে পারেন না খালিদ বিন ওয়ালিদ, খুবাইব কিংবা মুসআবদের মতো আত্মত্যাগী বাহাদুর সন্তানদের।

আমরা ঘুমিয়ে আছি বেঘোরে। আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে চেনে না। হাসান, হুসাইন, তালহাকে চেনে না। সালমান ফারসি কে—তা জানে না। তারা চেনে ইলন মাস্ককে। মার্ক জাকারবার্ক, বিলগেটস, মেসি-নেইমার-পগবা-ওয়াটসনদের।

অথচ সিংহ শাবক যে সিংহেরই সন্তান হয়। কলাগাছ কখনো বটবৃক্ষ প্রসব করে না—সে হিসাব আমরা কষি না। একক জানি না, সূত্র জানি না। জানি না—কীভাবে ময়দানে কুরবানি দিতে হয়। সন্তানকে হারানোর শোক কেমন করে হৃদয়ে আত্মতুষ্টির অনুকম্পা জাগায়।

আত্মপক্ষ সমর্থন

প্রতিটি মানুষই তার ব্যক্তিত্বের কাছে নিখুঁত। অন্যের চোখে প্রশংসার দাবিদার। কেবল জ্ঞানীরাই এই ভাবনার বলয় থেকে মুক্ত।

কী, কেন, কীভাবে?

বিপদের সময়গুলোতে ভীষণ একাকী লাগে, তাই না?

আশপাশে এত এত চেনা-অচেনা মুখ; তবুও নিজেকে বড্ড একা বলে মনে হয়। যেন জীবনের এই গতিময় অনিশ্চয়তায় ছিটকে পড়েছেন আপনি। তলিয়ে যাচ্ছেন বিপদগ্রস্ত কোনো এক অদৃশ্য চোরাবালিতে। অজানা এক অন্ধকারে ডুব দিচ্ছে আপনার গোটা অস্তিত্ব। আপনি শ্বাস নিতে পারছেন না। এ যেন জীবন্ত শরীরের হাজারবার মৃত্যু অনুভূতি। শারীরিক অসারতার চাইতে মানসিক বিপর্যয় যেন দ্বিগুণ কষ্টকর।

বাস্তবতার চার দেয়ালে কুক্ষিগত অবচেতন সব অনুভূতিগুলোকে প্রতিরাতে আপনি গলা টিপে হত্যা করছেন। আর অপেক্ষা করছেন একটি অনিশ্চিত জীবনের অকল্পনীয় পরিসমাপ্তির। অতঃপর আপনি ঝুলে পড়লেন নিয়তির কাঁটাতারে।

জীবন...! আপনি অসহায় আপনার জীবনের কাছে। যে জীবনে রব নেই, সে জীবনের কোনো উদ্দেশ্যও যে নেই। উদ্দেশ্যহীন জীবনের সরল স্বাভাবিক কোনো গতিপথও নেই। অস্থিরতা আর অসারতা ব্যতীত তার যে আর কোনো প্রাপ্তি নেই।

যে গল্পে রবের ভূমিকা থাকে না, সে গল্পে সফলতা অবান্তর এক ভূমিকায় থাকে।

জীবনের উদ্দেশ্যকে জানতে শিখুন। খুঁজে বের করুন কেন আপনার এই আগমন। চার পায়ের প্রাণীও তো হতে পারতেন আপনি। হতে পারতেন বৃক্ষলতা। মানুষ হওয়ার কী প্রয়োজন ছিল আপনার? তবুও আপনি মানুষ হলেন। হলেন জগৎ শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। অতএব, নিজেকে খুঁজে বের করাটাই যে এখন আপনার প্রধান দায়িত্ব।

যার কোমল স্পর্শ আপনার সকল হিসাব-নিকেশ অস্থিরতাকে মুহূর্তে ভুলিয়ে দিতে পারে—হঠাৎ করেই যদি শুনতে পান এই মহীয়সী কোনোদিনও 'মা' হতে পারবেন না, তখন কেমন লাগবে আপনার? সামলাতে পারবেন নিজেকে? পরিবার, সমাজ, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন—কী বলবেন তাদের?

যে মেয়েকে পছন্দ করে মা তার ছেলের বউ করে ঘর আলো করেছিলেন। যার হাতে সংসারের সকল ভার বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন এবার নাতি-নাতনির সঙ্গে অবসর কাটাবেন বলে; অথচ দিনশেষে সেই তিনিই যখন পুত্রবধূর মা হওয়ার অক্ষমতার কথা জানতে পারলেন—তখন তার কেমন লাগবে? যার মুখটা দেখলে তিনি হৃদয়ে সুকুন পেতেন, আশার আলো, বংশের প্রদীপশিখা জ্ঞান করতেন—সেই আলো নিভে গেলে আরকি তাকে ভালো লাগে?

অথচ একজন নারী যে উপায়ে তার জীবনের সর্বোচ্চ সফলতা লাভ করে। নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণা মনে হয় তার। মনে হয় এ জীবন স্বার্থক—তা তো সেই মাতৃত্বেরই আস্বাদনের ফল, তাই নয় কি?

দশ মাস দশ দিনের অমানবিক কষ্ট সহ্য করার আর কী কারণ থাকতে পারে? রাত নেই, দিন নেই হুটহাট পেটের ভেতর লাথি—এতই কি সহজ এসব মুখবুজে হাসিমুখে সহ্য করে নেওয়া। তবুও তো অপারেশন থিয়েটারে বসে ডাক্তার যখন মা ও সন্তানের যেকোনো একজনের বেঁচে থাকা ও আরেকজনের আত্মত্যাগের দোদুল্যমানতায় ভুগতে থাকেন, তখন কী অবলিয়াই না মা কোনোরূপ ভাবনাচিন্তা ছাড়াই সন্তানের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সঁপে দেন নিয়তির অভেদ্য অন্ধকারে।

শূন্যের অন্ধকার ঠেলে অস্তিত্বের আলোয় বেরিয়ে আসা প্রতিটি সন্তানই যদি পেছনের এই গল্পগুলো কখনো অনুধাবন করতে পারত! দুই মিনিট ভাবনার দুয়ার খুলে অনুভূতির পাতা উলটে উলটে দেখতে পেত—এ শহরে তাহলে আর কটাই-বা বৃদ্ধাশ্রম থাকত শুনি?

অথচ সেই মা যখন মা হতে না পারার অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদটি শ্রবণ করেন, তখন তার কী হয়? কেমন করে স্বাভাবিক থাকেন সেই মানবী? সেই অসম্পূর্ণা? ভাবিনি, না স্বামী হিসেবে ভেবেছি, না আপনজন হিসেবে ভেবেছি, আর না পাড়ার একজন হয়ে ভেবেছি...!

এ কারণেই আমরা নির্দিষ্ট বান্ডেল প্যাকেজের ইউজার হয়েও অমরত্বের নিশানা উড়িয়ে বেড়াচ্ছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন, সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমনভাবে গোটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৪]

এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়—তা হচ্ছে, শেষ লাইন 'আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।' আর অবশ্যই তিনি তা করে চলেছেন। এ মর্মে তাঁর একটি ওয়াদার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতর অবস্থান করো, তবুও। [সুরা নিসা, আয়াত : ৭৮]

মিশরীয় সভ্যতার দিকে তাকালে আপনি যে বিষয়টি দেখতে পারবেন, আজ থেকে অন্তত ৪৫০০ বছর আগে তারা দুনিয়ার বুকে তাদের যে নিদর্শন রেখে গিয়েছে আজ তক কোনো আধুনিক প্রযুক্তি তা কল্পনা করারও সাহস পায়নি। অথচ তাদের সেই ইস্পাত-দৃঢ় প্রাচীর টপকেও মৃত্যু কিন্তু ঠিকই তাদের আজ ইতিহাস করে দিয়েছে। কালের স্রোতে ভাসিয়ে অতীতের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে।

এভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষরা সব একে একে হারিয়ে গিয়েছেন। এটাই যে রবের ওয়াদা। সেজন্যই কুরআনের অপর এক আয়াতে মানুষের জীবন-মৃত্যু সৃষ্টির প্রকৃত হিকমাহ বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম! তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।' [সুরা মুলক, আয়াত : ৪]

প্রতিদিন ভোর হলে পেপার-পত্রিকা আর টেলিভিশনে চোখ রাখলে কত অসংখ্য মৃত্যুর সংবাদ আমাদের চোখে পড়ে। হয়তো এই মুহূর্তে আপনি যার মৃত্যুর সংবাদ শুনছেন গতকাল সেই মানুষটিই অন্য কারও মৃত্যুর সংবাদে আফসোস করেছিল।

হ্যাঁ এটাই জীবন। আমাদের জীবন। কচু পাতার পানির মতোন। সুতরাং জীবনের এই ক্ষুদ্র সময়টাকে কাজে লাগান। অহেতুক সময় অপচয় করার মতো মানসিকতা লালন করে দিনশেষে দুনিয়া ও আখিরাতের আখের গোছাতে পিছিয়ে পড়লে জীবন যুদ্ধে হেরে যাবেন আপনিই। হ্যাঁ আপনিই।

আমাদের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১	আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ	ড. তালাআত আফিফি
২	সিরাতু মোগলতাই	আলাউদ্দিন মোগলতাই রাহ.
৩	ইকবাল : সত্যসন্ধানের কবি	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
৪	লোকটি ছিল মিথ্যুক	ইশতিয়াক আহমেদ
৫	২৪ ঘণ্টার আমল	হাকিম মুহাম্মাদ আখতার রাহ.
৬	বিহাইন্ড অব সুইসাইড	আদিব সালেহ
৭	বেস্ট ফ্রেন্ড	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম
৮	জীবনের ভাঁজে ভাঁজে	এনামুল হক ইবনে ইউসুফ
৯	জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ	মুফতি রফি উসমানি রাহ.